BENGALI(PG), SEM-II , Paper- 201

বাক্য ও বাক্যের শ্রেণীবিভাগ ও বাক্যখন্ড, পদগুচ্ছ

বাক্য— আমাদের মনের ভাব বিনিময় মাধ্যম হল বাক্য । কতকগুলি অর্থপূর্ণ পদ পাশাপাশি বসে মনের ভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তখন তা বাক্য হয়ে ওঠে । বাক্যের মূলপদ হল ক্রিয়াপদ। এই ক্রিয়াপদ অর্থের ভিত্তিতে মূলত দুই প্রকার- সমাপিকাক্রিয়া ও অসমাপিকাক্রিয়া। একটি পূর্নাঙ্গ বাক্যে একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়াপদ একটি থাকতেই হয় । আসলে সমাপিকা ক্রিয়াই অর্থকে পূর্ণ করে বাক্যকে সম্পূর্ণ করে । যেমন— 'লকডাউনের জন্য ছাত্রছাত্রীরা কলেজ না গিয়ে বাড়িতে বসে ইন্টারনের ব্যবহার করে পড়াশোনা করছে।' এই বাক্যে 'না গিয়ে,বসে,করে' এই তিনটি অসমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া একটি তা হল 'করছে'। অন্যদিকে একটি পূর্ণ বাক্যকে অর্থের বাস্তবতা সাধন করতে তিনটি গুণকে বজায় বাখতে হয়। সেগুলি হল (১) যোগ্যতা (২) আকাঙ্ক্ষা (৩) আসত্তি বা নৈকট্য ।

(১) **যোগ্যতা**— আমরা একাধিক পদকে পাশাপাশি বসিয়ে দিলেই বাক্য গঠন করতে পারব না। অর্থের বাস্তবতাকে বজায় না রাখলে কিন্তু বাক্য হয় না । অর্থের এই বাস্তবতাকেই যোগ্যতা বলে। যেমন —'সূর্য রাত্রিতে দেখা যায় । গঠনগত দিক থেকে অর্থাৎ পদগুলি ব্যবহারে কোন ভূল নেই কিন্তু পদগুলির নিজস্ব অর্থ থাকলেও বাক্যটির বাস্তবের অর্থ ঠিক নয় । সূর্য রাত্রিতে দেখা যায় না ,দিনের বেলা দেখা যায়। অতএব বাক্যটির যোগ্যতা নেই। সুতরাং বলা যায় বাক্যে ব্যবহৃত পদ সমষ্টির অর্থগত সামঞ্জস্যকেই বলে যোগ্যতা ।

(২) **আসক্তি**- পদগুলিকে এলোমেলোভাবে সাজালে বাক্য হয় না।পদগুলিকে সঠিকস্থানে বসাতে হয়।তবেই অর্থ বোধগম্য হয়। অর্থানুযায়ী পদগুলিকে সঠিকভাবে সাজানোকেই বলা হয় আসক্তি বা নৈকট্য। যেমন- করছে ছাত্রছাত্রীরা বসেই পড়াশোনা বাড়িতে- এই বাক্যটির অর্থ বোধগম্য নয় কারন পদগুলিকে ঠিকঠাক সাজানো হয় নি। আসলে বাক্যটির আসক্তি বা নৈকট্যের অভাব বর্তমান। বাক্যটি ঠিকঠাক সাজালে হয়- ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে বসেই পড়াশোনা করছে।

(৩) **আকাঙ্ক্ষা-** আমরা যখন কোন বাক্য গঠন করি বা পড়ি , কিছুটা পড়ার পর একটা জিজ্ঞাসা তৈরী হয়, তাকেই আকাঙ্ক্ষা বলে, যেমন- আমি বাড়িতে বসেই- , এতটুকু বলার পর একটা কৌতূহল তৈরী হয় , তারপর কী? বাক্যের এই কৌতূহল সৃষ্টির ক্ষমতাই হল 'আকাঙ্ক্ষা' তারপর আকাঙ্ক্ষা নিরসনের ক্ষমতা বাক্যের থাকতে হবে অর্থাৎ বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করতে হবে- আমি বাড়িতে বসেই পড়াশোনা করব। বাক্যের অর্থগত চাহিদাপূরণের ক্ষমতাকেই আকাঙ্ক্ষা বলে।

বাক্যের শ্রেনীবিভাগ-

সাধারণভাবে বাক্যেকে দুটি প্রচলিত অংশে ভাগ করা হয়- ১. উদ্দেশ্য ২.বিধেয়

উদ্দেশ্য- বাক্যে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তা হল উদ্দেশ্য। আর উদ্দেশ্যের সম্পর্কে যখন কিছু বলা হয় তা হল বিধেয়। অশোক ভাল লোক। এই বাক্যে 'অশোক' হল উদ্দেশ্য। কারন অশোক সম্পর্কেই বাক্যে বলা হচ্ছে। একদিক থেকে বললে বাক্যের কর্তা হল উদ্দেশ্য।

বিধেয়- উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তা হল বিধেয়। উপরের বাক্যে 'ভাল লোক' হল বিধেয়।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে লক্ষ্যরেখে বাংলা বাক্যের গঠনকে বিশ্লেষণ করে গঠনগত ভাবে বাংলা বাক্যকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়- ১. সরলবাক্য ২. যৌগিকবাক্য ৩. জটিলবাক্য

সরলবাক্য- একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) নিয়ে গঠিত বাক্যকে থ সরল বাক্য বলা হয়। যেমন- ছাত্ররা লেখাপড়া করছে। এখানে একটি কর্তা- ছাত্ররা, এবং ক্রিয়া একটি- করছে।

যৌগিক বাক্য- একের বেশী প্রধান উপবাক্য সংযোগে গঠিত, কোনো সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য তৈরি করে, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন- তিনি পন্ডিত কিন্তু তিনি সাধাসিধে। এখানে দুটি সরলবাক্য বা উপবাক্য আছে- 'তিনি পন্ডিত' এবং ' তিনি সাধাসিধে'। এই বাক্য দুটিকে একটি সংযোগক দ্বারা 'কিন্তু' যুক্ত করা হয়েছে।

জটিল বাক্য- একটি প্রধান বাক্যাংশ এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্যাংশ নিয়ে গঠিত বাক্যকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলা হয়। যেমন- যদি বিনয় পাশকরে তাহলে সে পুরস্কার পাবে ।এখানে ' সে পুরস্কার পাবে' মূল বক্তব্য বা প্রধান বাক্য, আর শর্তাধীন বাক্য বা অপ্রধান বাক্য হল- 'যদি বিনয় পাশ করে'।

জটিলবাক্যের অর্ন্তগত প্রধান ও অপ্রধান দুটি বাক্যকেই খন্ডবাক্য বা উপবাক্য(Clause) বলে। প্রধান ও অপ্রধান দুটি বাক্যই যেহেতু একটি বড় বাক্যের অংশ, সেহেতু বড়বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি হল উপবাক্য বা খন্ডবাক্য। উপবাক্যকে দু ধরনের -১. প্রধান বা স্বাধীন উপবাক্য ২. আশ্রিত উপবাক্য।

উপবাক্য(clause) ও পদগুচ্ছ/বাক্যাংশ(Phrase) - উপবাক্য বাক্যের সমগ্র অংশ হলেও একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকে। কিন্তু পদগুচ্ছে সর্বদা উদ্দেশ্য ও বিধেয় সর্বদা থাকে না। পদগুচ্ছ হল এক আপেক্ষিক একক যা গোষ্ঠিবদ্ধ পদসমষ্টি। এই বিষয়ে ড. রামেশ্বর শ' সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন-"যে বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে ভালবাসতেন তিনি পথেরপাঁচালি লিখতে পেরেছেন'- এই বাক্যে 'যে বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে ভালবাসতেন' হল আশ্রিত বা অধীন উপবাক্য আর 'তিনি পথেরপাঁচালি লিখতে পেরেছেন' হল প্রধান উপবাক্য। আর 'প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ পথেরপাঁচালি লিখতে পেরেছেন'- এই বাক্যে 'প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ' হল একটা পদগুচ্ছ

বর্ণনা অনুসারে বাক্য পাঁচ প্রকার।

১.নির্দেশক বাক্য

২.প্রশ্নবাচক বাক্য

৩.অনুজ্ঞামূলক বাক্য

৪.প্রার্থনাসূচক বাক্য

৫.বিস্ময়সূচক বাক্য

নির্দেশক বাক্য:- যে বাক্যে কোন বক্তব্য বা তথ্য বা বিবৃতি প্রকাশ করা হয় তাকে নির্দেশক বাক্য বলে। যেমন – আমরা গ্রামে বাস করি।

নির্দেশক বাক্য আবার দুই প্রকারের- ক) ইতিবাচক/হ্যাঁবাচক/অন্তর্থক বাক্য খ) নেতিবাচক/না-বাচক/ নঞর্থক বাক্য

ক) ইতিবাচক/হ্যাঁবাচক/অন্তর্থক বাক্য- যে বাক্যে অর্থকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বা স্বীকার করা হয় তাকে ইতিবাচক বাক্য বলে। যেমন- আমি গান গাই।

খ) নেতিবাচক/না-বাচক/ নঞর্থক বাক্য- যে বাক্যে অর্থ না অর্থে প্রকাশ করা হয় তাকে নেতিবাচক বাক্য বলে। যেমন- আমি গান গাই না।

প্রশ্নসূচক বাক্য :- যে বাক্যে কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়, তাকে প্রশ্নসূচক বাক্য বলে। যেমন- তুমি কোথায় আছো?

অনুজ্ঞাসূচকবাক্য:- যে বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, উপরোধ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয় তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে। যেমন- বাড়িতে পড়তে বসো।

প্রার্থনাসূচক বাক্য:- যে বাক্যে মনের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ,প্রার্থনা ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। যেমন-হে স্রষ্টা আমাদের রোগমুক্তি দাও।

বিস্ময়সূচক বাক্য : যে বাক্যে আশ্চর্য হওয়ার অনুভূতি প্রকাশিত হয়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যেমন- সে কী ভীষণ পরিস্থিতি!